দৈনিক ইনকিলাব

31

তারিখ ... ০৩.৪.১৯৯৯
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র কমছে

বিদেশী ছাত্ররা কেমন আছেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রাবাসের মত ১৯৬৬ সালে বিদেশী শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়। কলাভবন ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের উত্তরে সূর্যসেনের পূর্বে আর জসিমউদ্দীন হলের দক্ষিণে অবস্থিত এই ছাত্রাবাসটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রাবাসের তুলনায় আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের ধরন ও বৈশিষ্ট্যের রয়েছে বেশ ভিন্নতা। এ ছাত্রাবাসে অবশ্য শুধু বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরাই থাকে না। বরং থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী। এক-চতুর্থাংশে কক্ষে বর্তমানে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী বসবাস করছেন। বর্তমানে নানাবিধ কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বিদেশী শিক্ষার্থীরা আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছেন। তারা বলছেন, এই অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়াশুনা অসম্ভব। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ হারানোটা যদিও অবিশ্বাস্য তবুও এটা সত্য যে, বিদেশী ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট কোটা না থাকায় অপর্যাপ্ত আবাসিক ব্যবস্থা, অনিয়মিত ক্লাস, খাবার, বিদ্যুৎ, পানি সংকট, দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষা পদ্ধতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বৃত্তি ব্যবস্থা না থাকা, পরীক্ষা ও ফলাফল ঘোষণায় বিলম্ব, সর্বোপরি ভিসা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জটিলতার জন্য এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এসব কথার সত্যতা স্বীকার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার বিল্ডিং-এর স্কলারশীপ কর্মকর্তা মোঃ হামিদুর রহমান জানান, চলতি শিক্ষাবর্ষে মাত্র দু'জন নেপালী শিক্ষার্থী ফার্মেসী বিভাগে ভর্তি হয়েছে। তিনি নানাবিধ সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটা প্রসপেক্টাস তৈরী করেনি। যে কারণে বিদেশী দূতাবাস থেকে অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র-ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে চাইলে তেমন কোন তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বিদেশী ছাত্রদের জন্য কোন বৃত্তির ব্যবস্থা নেই।

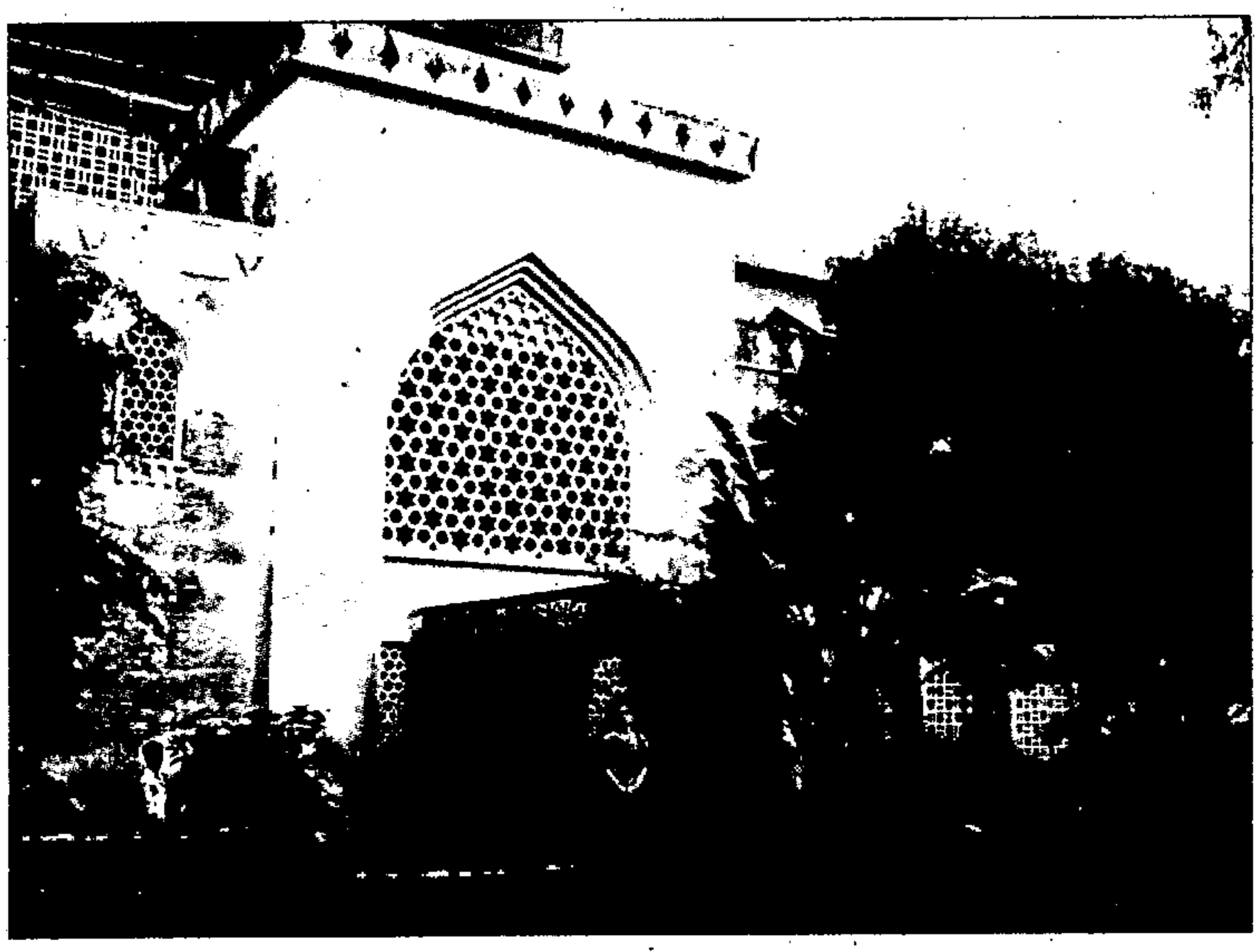

১৯৯৭-৯৮ সেশনে মাত্র ৬ জন ছাত্র ভর্তি হলেও চলতি শিক্ষাবর্ষে মাত্র ২ জন ছাত্র ভর্তি হতে যাচ্ছে। অথচ ১৯৮৬-৮৭ সেশনে ভর্তি হয়েছিল ১০টি দেশ থেকে আগত ৫৮ জন ছাত্র। তারপর পরবর্তী ৫ বছর বিভিন্ন বিভাগে ভর্তি হয়েছিল ২২ জন ছাত্র। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসীতে ৬ জন, চারুকলায় ৪ জন, মার্কেটিং-এ ৩ জন, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ৩ জন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় ২ জন, লোকপ্রশাসনে ১ জন, আরবী সাহিত্যে ১ জন, সমাজবিজ্ঞানে ১ জনসহ মোট ২২ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত। ছাত্রাবাসের ৭৬টি কক্ষের ১৬টিতে শিক্ষকরা থাকেন, বাকী ৬০টির মধ্যে ২২টিতে নেপালের, ৯টিতে ইরানের, সোমালিয়ার ১৫ জন, সউদী আরবের ৪ জন, কোরিয়ার ২ জন, প্যালেস্টাইনের ১ জন, জর্ডানের ১ জন, ভারতের ৩ জন, ইরাকের ১ জন, নাইজেরিয়ার ১ জন, তুরস্কের ১ জন এবং মরিসাসের ১ জন ছাত্র বসবাস করছে। বর্তমানে এ ছাত্রাবাসটির দায়িত্বে ওয়ার্ডেন রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ তোফায়েল চৌধুরী ও সহকারী ওয়ার্ডেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আখতারুজ্জামন। ছাত্রাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১২ জন। বর্তমানে বেশীরভাগ নেপালের হলেও ভারতের, পাকিস্তান, সউদী আরব, ইরাক, ইরান, কোরিয়া, জাপান, জর্ডান, ইটালী, ফিলিস্তিন, নাইজেরিয়া ও সোমালিয়ার অধিকাংশ ছাত্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নন; বরং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, চিকিৎসা, টেক্সটাইল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। বর্তমানে সর্বমোট বসবাসকারী ৮০ ছাত্রের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাত্র ১৫ জন। আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের প্রতিটি রুমের সাথে বাথ রুম ও কক্ষের সামনে পিছনে বারান্দা আর একজনের জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ। এছাড়া কক্ষে রয়েছে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র।

প্রজ্জ্বল জুং পান্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র। তিনি '৯৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে বসবাস করেন। তিনি বলেন, প্রথমে রুম পাওয়া খুবই কঠিন। গেস্ট হিসেবে আমি প্রথম ডাবলিং করে থাকতাম। হোস্টেলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল। বাংলাদেশে খাওয়া খরচ বেশ কম। তার প্রতিমাসে খরচ হয় প্রায় ৪ হাজার টাকা। স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন মাঝে মাঝে কালচারাল অনুষ্ঠান করে। তা বেশ ভাল লাগে।

আন্তর্জাতিক হোস্টেলের ওয়ার্ডেন ডঃ তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বিদেশী ছাত্রদের সংখ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমে যাওয়াসহ এ সকল সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন– গত সিনেট অধিবেশনে আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসকে পূর্ণাঙ্গ ছাত্রাবাস রূপে মূল্যায়ন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এখানে ছাত্রাবাস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। তবে তিনি বিদেশী ছাত্র হ্রাস পাওয়ার কারণ হিসেবে বলেন, নিজ খরচে ছাত্রদের পড়তে আসা, আবাসিক সংকট ও ভর্তির কোটা না থাকা, সর্বোপরি বিদেশী ছাত্রদের ভর্তি পরিমাণ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে হওয়ার বেশ জটিল। যার কারণে ভর্তি সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস। ছবি : মুজাহিদুল ইসলাম

❑ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ